অন্ধকার লেখাগুচ্ছ



শ্রীজাত

ভূমিকা

কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে একবার প্রবেশ করলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। মহাকাশের চাদরে মিশে থাকা নকশার মতন এরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দানবীয় উপস্থিতি নিয়ে, ভয়াল এবং অপরিমেয় ঋণাত্মক শক্তি নিয়ে। কৃষ্ণগহ্বরে ঢোকার পথ আছে, বেরনোর উপায় নেই। কারণ সে যাবতীয় বস্তুকে মুহূর্তে অনস্তিত্বে পরিণত করবার ক্ষমতা রাখে, যে কোন পার্থিব পদার্থের মূল গঠনকে লহমায় ভেঙে ফেলার জাদু জানে। বস্তু বা পদার্থ তো তুচ্ছ, তামাম ব্রহ্মাণ্ডে যার অবাধ ছোটাছুটি, সেই সর্বত্রগামী আলোকেও খেয়ে ফেলতে পারে সে। রইল বাকি একজন, স্বয়ং সময়। সেই চিরঅস্পৃশ্য অথচ সদাবহমান মাত্রাটিকেও কৃষ্ণগহ্বর দুমড়ে মুচড়ে অস্তিত্বহীন করে ফেলতে পারে। তাই কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে কিছু নেই, সময়ও না, আছে কেবল এক বিশাল নাস্তি। না- থাকার মহাপরিসর। মানবসভ্যতাও, নিজেরই মুদ্রাদোষে, বহুবার ঋণাত্মক শক্তিপুঞ্জের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ভেঙে পড়েছে, উঠে দাঁড়িয়েছে, ভুল শুধরে নেবার চেষ্টা করেছে, আবার ভেঙেছে। কিন্তু না, মচকায় নি কখনো। আজ, এই ২০১৫ সালে দাঁড়িয়ে আমরা সেই না- মচকানো মানবসভ্যতাকে নুয়ে পড়তে দেখছি। এত হাজার বছরের ভাঙা- গড়া আগলে রাখা এই সুবৃহৎ সভ্যতা সম্ভবত আবার সেই কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করছে আর বেষ্টনী থেকে আর কোনদিন বেরোতে পারবে না। বেরোতে হলে যে ন্যূনতম অস্তিত্বটুকু প্রয়োজন সেটুকুও থাকবে না তার।

দুঃসময়

এ কেমন সময়, যখন ধর্মকে অজুহাত করে একের পর এক প্রাণ কেড়ে নেওয়া খুব সহজ আর নিয়মিত একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানি আগেও হয়েছে এমনটা। কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস ওল্টালে ধর্মের নামে সন্ত্রাস জারি করার নজির নেহাত কম পাওয়া যাবে না। সে সমস্ত ঘটনাই পুঞ্জীভূত হয়ে আজকের এই কৃষ্ণগহ্বর প্রস্তুত করেছে। যার বিশালত্বের সামনে আমরা কণারও অধম হয়ে দাঁডিয়ে নিপাট ও নিপুণ নিধন- উৎসব দেখছি, যার পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মের পতাকা টাঙানো আছে। যার বিরূদ্ধে দুখে দাঁড়ানোর আগে আমরা দশবার ভাবছি। কারণ, সামনের মানুষটির প্রাণ গেলেও আমার ও আমার পরিজনদের জীবন সুরক্ষিত। কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, আমরা একটাই ভেলার বিভিন্ন অংশে বসে রয়েছি এবং সেটি দ্রুতগতিতে এই ধ্বংসের আগুনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আমি চুপ করে থাকলে প্রাণে বেঁচে যাব এমন নয়। আমারও সময় আসছে, মুহূর্তে ছাই হয়ে যাবার।

এমন একটা সময় দাঁড়িয়ে আমি আমার 'অন্ধকার লেখাগুচ্ছ'কে পেয়েছে আমি। চেয়েওছি ভীষণ ভাবে। একের পর এক স্বাধীন কণ্ঠকে রূদ্ধ করে দেবার হাতিয়ার হিসেবে যখন সরাসরি মৃত্যুকেই ব্যবহার করা হচ্ছে, যখন সামাজিক মাধ্যমে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিজের মত জাহির করার জন্য প্রাণ হারাতে হচ্ছে রাজপথে আর যখন সেসব ঘটনা দুদিন পরেই আর পাঁচটা খবরের আড়ালে চলে যাচ্ছে যতক্ষণ না আরেকটি শবদেহ আবিষ্কৃত হচ্ছে, তখন চুপ করে অপেক্ষা করার সময়টা আমরা পেরিয়ে এসেছি নিঃসন্দেহে।

চুপ করে থাকতে না পেরেই লিখে ফেলা, লিখে চলা 'অন্ধকার লেখাগুচ্ছ'। আর তাদের যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে নেবার প্রয়াসই সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি হবে তাতে? বাংলা ভাষায় লেখা কয়েকটি কবিতার জন্য অগুনতি মানুষের শুভবোধ

জাগ্রত হবে? চপাতি ও তরবারি ফেলে দিয়ে ধর্মের নাম- ভাঙানো আততায়ীরা বদলে যাবে? আমি মূর্খ নই। এসব হবার থাকলে বহু আগে পৃথিবী কেবল কবিতার হাত ধরেই সুসভ্য হয়ে যেতে পারত, হয়নি। আমি জানি, কিছুই হবে না। কাল আরেকটা লাশ পড়বে কোথাও, পরশু আমি আরও একটি লেখা লিখব এই সিরিজে। এ এক অতি- অসমযুদ্ধ, যার দুটো কিনারা কোনওদিন মুখোমুখি হবেনা।

দুঃসময়ের কবিতা

কিন্তু এই যে আমি, সামান্য একজন কবিতালেখক, যে দিনের পর দিন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েও বেঁচে আছে, সে তা হলে কি করবে? মিছিল ডাকবে? শাসক বা বিরোধীদলে যোগ দেবে? নাকি সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, যেন কিছুই ঘটেনি? সে হয়তো লিখতেই চাইবে শেষ পর্যন্ত। হয়তো সে লেখা পৌঁছবে না কোথাও, না- পৌঁছোক। আসলে তো এমন একটা সময়ে সে নিজেই তার লেখার কাছে পৌঁছোতে চায়, অন্ধকার নেমে আসতে দেখে শিশু যেমন মায়েরই কোল খোঁজে।

হ্যাঁ, এটা ধর্মযুদ্ধ। আমাদের ধর্ম যদি হয় বাঁচা, তাহলে সেই ধর্মের সঙ্গে অন্ধ মৌলবাদের যুদ্ধ। যার কোন ধর্ম নেই, হত্যা ছাড়া। যখন লিখতে শুরু করেছিলাম তখন ভাবিনি এত এত মানুষকে পাশে পাব। তাঁদের সমর্থনে জোর পাবো। যারা এই লেখাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের পা মেলানোকে কুর্নিশ জানাই। যাঁরা রোজ আমায় ভরসা জুগিয়েছেন, তাঁদের মনস্কতাকে আমার সেলাম।

আর সবরকম সমালোচনাকে জানাই স্বাগত। এ লেখা তো আমি একা লিখছি, এ আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস। একটাই মিছিল যাতে অনেকে হাঁটছেন। এ আমাদের অন্ধকার, এরা আমাদেরই লেখা।

দুঃসময়ের কৃষ্ণগহ্বর

আমরা যেন ভুলে না যসি, এ আসলে মানবসভ্যতার সঙ্গে হিংসার লড়াই। এর মধ্যে কোথাও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। ধর্ম ধারণ করতে শেখায়, সহিষ্ণু হতে বলে। কেউ প্রশ্ন তুললে তার গলা নামিয়ে দেবার নির্দেশ পৃথিবীর কোন ধর্মে নেই। এই সংকটের সময়েও যাঁরা আক্রমণকারী ও নিহতদের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম দেখে তবে মন্তব্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁদের মৌলবাদী মনোভাবের জন্য আমাদের সমবেদনা রইল। এটা ছেলেখেলার সময় নয়।

কৃষ্ণগহ্বর আসলে সেই চক্রব্যূহ, অভিমন্যু যার প্রবেশপথ জানত কিন্তু নিষ্ক্রমণের কৌশল জানত না। গোটা মানবসভ্যতা এখন অভিমন্যুর জায়গায় দাঁড়িয়ে। একটূ পরেই হয়তো সে শহীদের সম্মান লাভ করবে কিন্তু জয় অধরাই থেকে যাবে। অসহায় পরাজিত যোদ্ধারাই আমাদের মহাকাব্যে নায়ক হয়ে থাকেন।

আজ সেই রীতির মাসুল দেবার সময় এসেছে। কেবল মুছে যাবার আগে কিছুক্ষণও যদি হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে পারি, মৃত্যুর সময় মাথাটা অন্তত উঁচু থাকবে। আর কিছু না।

১

না, তুমি অক্ষত আছো। আঁচড়ও লাগেনি।
যা হয়েছে, দূর দেশে। পাশের বাড়িতে।
জীবিতের ধর্ম বহু। মৃত এক শ্রেণি।
সেহেতু সুবিধে হয় মাথা গুনে নিতে।

যেসব মাথার কোনও ধড় নেই আর
তাদের কথার দায় কে নেবে তাহলে?
তোমার শহর শান্ত, নিস্পৃহ বাজার
প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয়, অন্য কথা ব'লে

তুমিও তো অন্য লোক, অন্য কোনও নামে
বেঁচে আছো জুড়ে থাকা ধড়ে ও মাথায়...
জল গড়ায় বহু দূর। রক্ত কিন্তু থামে।
সে কী বলছে? ভুলে যেতে? ডাকছে না তোমায়?

যে এখনও ভেবে দেখছ, পথে নামবে কি না -
আমি তার মনুষ্যত্ব স্বীকার করি না!

২

ওকে যা যা বলতে দাওনি, আমি বলব সেটা।
আমি যা পারব না, কেউ ঠিক বলে দেবে।
আমরা তো অক্ষরমাত্র, সময়ই প্রণেতা
দেহ গুনে সবটুকু পাবে না হিসেবে।

এ গ্রন্থ বিরাট। তাকে পড়া শুরু করো।
আমরা যে ছিলাম, আছি, থাকব - জেনে নাও।
মৃতদেহ একইসঙ্গে নীরব, মুখরও
না হলে তো জন্মাত না এই কবিতাও।

পাঁচ আঙুল কাটা গেলে দশ আঙুল জাগে
মুঠো হয়ে গেলে তাতে থাকে না বিভেদ
কাকে মারছ তা অন্তত বুঝে নাও আগে -
তোমার আক্রোশ থাকলে তারও আছে জেদ

তুমি যদি বারংবার কোপ মারতে পারো,
ছিন্ন কাঁধে ফের মাথা জন্মাবে আমারও!

৩

মেঘ করে এসেছে এই সমুদ্রের ধারে
বাতাস জীবন্ত শুধু। বাকি সব ক্লীব।
কে দোষী সাব্যস্ত হয়, জলের বিচারে?
বালিতে বিছিয়ে আছে অগনন জিভ...

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ক্রুশ আর শেকলও -
সে কোন জেরুজালেম? আর এ কোন ঢাকা?
কোনওভাবে যদি তুমি সত্যি কথা বলো,
হিংসা ঠিকই বুঝে নেয় নিজের এলাকা।

সে যেটা বোঝে না, এই সমুদ্র প্রাচীন।
জিভের সমস্ত বাক্য শুষে নিয়ে বালি
জীবন্ত বাতাসে মিশে যাবে একদিন...
কেটে নেওয়া জিভগুলো পড়ে থাকবে খালি।

মৃত্যুরও বলার থাকে কিছু কিছু কথা -
সহজে মরে না কারও বাক- স্বাধীনতা।

৪

অমুক বিষয়ে তুমি লিখেছিলে কিছু?
তাহলে এখন কেন প্রতিবাদী এত?
যেখানে সবার মাথা মাটি ছুঁয়ে নিচু,
সেখানে মিথ্যেও কত সহজে বিখ্যাত।

না, লিখিনি। তাহলে কি এখনও লিখব না?
ধর্মের সমীকরণে কাটাব সময়?
ধিক্কারেও দিক দেখাবে পদবি- ভজনা?
যে- ধর্ম এসব বলে, সে আমার নয়।

যে- সত্যির জন্যে আজও প্রাণ দিতে হয় -
সে হিন্দু না মুসলমান? সে বৌদ্ধ না শিখ?
কারও মাথা উপড়ে যায়, কারও মনে সয়...
কারও মৃত্যুদিন আর কারও বা তারিখ।

হত্যাই হিংসার ধর্ম। এ- কথা জেনেও
যে মৃতের ধর্ম খুঁজছ, মৌলবাদী সে- ও।

৫

রাগ তুলে রাখছি আর পড়ে আসছে রোদ...
কার যেন কোথায় কবে এমনি মরে যাওয়া?
গেরস্ত উঠোনে ডাই রান্নার রসদ -
আনমনে রক্ত দিয়ে নিকিয়েছি দাওয়া

দরগার জমিতে ফোটে মা কালীর জবা
মা মেরির উড়নি বাঁধা গাঁয়ের মসজিদে
এত দূর পৌঁছয় না মিছিল আর সভা
এখানে শাসন করে সোজাসাপটা খিদে।

দিন শেষে দানা চাই। দরজা দিয়ে বসি।
শ্মশানে কাদের ছেলে এনেছে পোড়াতে?
আজ সে- বাড়ি খাওয়া নেই। বাপ- মা উপোসী।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে- ভাতে।

হে জননী, আজও যদি আঁচলে আবৃত,
তোমার সন্তান তবে এমনিতেই মৃত।

৬

দুটো রুটি বেশি পাবে। পৈতে খোলো আগে।
মকুব হয়ে যাবে সুদ। তসবি ছেড়ে এসো।
মিলবে না সুবিধে, যদি গির্জা ভাল লাগে।
যেখানে যেমন পারে, শর্ত দেয় দেশও।

গরিব লোকের ধর্ম বিক্রি হয়ে যাওয়া।
এ-হাতে ও-হাতে ঘোরা, খাবার তাগিদে।
বাকিরা চালায় দেশ, পালে লাগে হাওয়া...
যে-কোনও দলের ধর্ম জিইয়ে রাখা খিদে।

এরই মধ্যে তুমি খোঁজো, প্রভুর পা-দুটি?
এরই মধ্যে তুমি পাও, আল্লার ইশারা?
বিশ্বাসে মিলায় খিদে। বিক্রি করলে রুটি।
তাদের শাসাও দেখি, ভাগ করে যারা?

যে-দেশে পেটেই জ্বলে অধিকাংশ চিতা,
সে-দেশে বিশ্বাস পণ্য। ধর্ম বিলাসিতা।

৭

যে-রংই মাখাও গালে, রক্ত মনে হয়।
নিশ্চিত তোমারই জাদু, হে লেডি ম্যাকবেথ -
গোটা দেশ বৃন্দাবন, হোলির সময়।
রঙের কুয়াশা থেকে জেগে ওঠে প্রেত।

সে বলে, 'আমাকে নাও উৎসবে এবার।
ঠান্ডা এ-কপাল, এসো, পরাও আবির...'
ভিড়ে তো সমস্ত মুখ মিশে একাকার
রং মেখে ভূত হল ছিন্ন হওয়া শির।

মৃত্যুর পরেও একই তাড়া করে ফেরা -
এ কোনও কাব্যের চেয়ে কম কিছু নয়।
শুনেছি সহজে পথ ছাড়ে না প্রেতেরা?
যে-রক্ত মাখাও গালে, রং মনে হয়।

কুড়িয়ে এনেছি মাথা, ফুলের বদলে -
পলাশ ফোটেনি ভাল এ-বছর দোলে।

৮

পদবি লেখে না কেন? আপত্তি সবার।
গায়ে কোনও চিহ্ন নেই, সে-ও এক জ্বালা।

গোপনে আরতি করে? নমাজ ক'বার?
শুধু নামে কিছুতেই হয় না ফয়সালা।

পদবিই যদি আজও শ্রেষ্ঠ পরিচয়,
নাম দিয়ে তবে কেন তৈরি এ- সমাজ?
না- মানলে অনেক কিছু সহ্য করতে হয় -
কোটি দাঙ্গা পার করে বেঁচে আছি আজ।

আমারও ঐতিহ্য আছে, একটু দীর্ঘই।
আমারও আস্তিক রক্ত বহু নামে ঋণী
হয়তো সংখ্যালঘু, কিন্ত ভূমিহীন নই
কবীরকে মনে আছে। মান্টোকে ভুলিনি।

আমাদের ধর্ম বাঁচা। কৃষক বা কবি -
ফলনে চেনায় জাত। লাগে না পদবি।

৯

মাথা কেটে রাখা আছে মার্বেল পাথরে।
তাজা রক্ত মিশে যাচ্ছে সরু নর্দমায়...
সামনেই দাঁড়িয়ে আছি থলি হাতে ধ'রে
যখন জীবিত ছিলে, চিনিনি তোমায়।

আজ অতিথি বাড়ি আসবে, খাওয়াব দুপুরে।
হে বিখ্যাত মাংস, তুমি নরম, মিহি তো?
দোকানি শুরুর আগে শান দিচ্ছে ক্ষুরে
দোকানিরা চিরকাল যেরকম দিত...

তোমাকে খবর করে রাঁধব আমরাই।
বড় টুকরো তুলে দেব অতিথির গ্রাসে
যত দূরে থাকি, জেনো, গন্ধ ঠিকই পাই
গোড়া থেকে উপস্থিত ঘটনার পাশে।

আস্তে আস্তে কাটা হচ্ছে গুর্দা, রাং, সিনা...
দাঁড়িয়ে দেখছি যারা, তারা কি খুনি না?

১০

যদি বলি মূর্তি নয়? সভ্যতার জিন?
যদি বলি ধর্ম নয়? চিন্তাধারাপাত?
বামিয়ানে বুদ্ধ থেকে মস্কোয় লেনিন -
পাথরে হাতুড়ি লাগে। হৃদয়ে আঘাত।

আমরা ধান ফলিয়েছি ইনকায়, মিশরে
আমরাই গেয়েছি গান রোমে, হরপ্পায়
আজও তার স্রোত বইছে রক্তের ভিতরে -
তুমি ভাবো এক আঘাতে সবই ভাঙা যায়?

মূর্তি নয়। ভাবমূর্তি। আমার না। তোমার।
গুঁড়ো হয়ে মিশে যাচ্ছে সভ্যতার জলে...
ধর্ম তো সহিষ্ণু। তুমি অধর্মের সার।
পাথর নীরবই থাকে। চিন্তা কথা বলে।

যত পারো ভেঙে যাও, ধর্মবীর সাজো -
সভ্যতার রক্তস্রোত শেষ হয়নি আজও!

১১

যখন সমস্ত পথ মিশেছে কবরে
যখন কারওরই চোখে পলক পড়ছে না
যখন গাছেরা নিভছে একটু একটু ক'রে
যখন সূর্যাস্ত লেগে সকলে অচেনা

যখন সবার দরজা বন্ধ শেষমেশ
যখন কথার পিঠে চেপে বসছে ভয়
যখন নদীরা সব ছেড়ে যাচ্ছে দেশ
যখন তোমার মুখ আর তোমার নয়

যখন ঠিকানা ছেড়ে স্বস্তি ভবঘুরে
যখন বিশ্বাস নেই মুঠোর নিভৃতে
যখন হাজার ক্রুশ জেগে উঠছে দূরে
যখন ফারাক শেষ জীবিতে ও মৃতে

তখন নিজের ব'লে কিছু নেই আর
পৃথিবীর সব ক্ষত প্রথমে আমার।

১২

নৌকা এসে ভিড়েছিল বাংলার কিনারে।
সোনালি চুলের যুবা, ফিরিঙ্গি সে লোক
ব্যবসায় থাকে না মন। গান বাঁধতে পারে।
সে- গানে জড়িয়ে থাকে গস্পেল আর শ্লোক।

হিঁদু ঘরে বিয়ে করল, মাটি হল নুন
কৃষ্টে আর খ্রিস্টে সে- ই ঘোচাল তফাত।
তোমরা তার চালাঘরে লাগালে আগুন
তারপর পেরিয়ে গেল ক'সহস্র রাত...

আবার সে ফিরে এল। অন্য রূপে ফেরা।
এখনও মানে না কিছু, গেয়ে যাওয়া কাজ,
সহিষ্ণু হল না তবু ধর্মযাজকেরা
কাল যারা মোড়ল ছিলে, মৌলবাদী আজ।

খেয়াল করোনি শুধু মারার সময় -
অ্যান্টনিরা চিরকালই জাতিস্মর হয়।

১৩

স্বপ্নে দেখি মরুভূমি। রোদে পোড়া বালি।
ক্যাকটাস না। ফুটে আছে গুচ্ছ কাটা- হাত...
মরীচিকা। জল নয়। চমকানো ভোজালি।
হিংসাই এখানে খাদ্য। ধর্ম অজুহাত।

স্বপ্নে দেখি সমুদ্র। সে বিরাট হাঁ খোলে।
দূরে যে- সূর্যাস্ত, সে- ও রক্তে টলোমলো।
ভার নিয়ে কোনওমতে দিন শেষ হলে
মৃতদের সম্প্রদায় খুঁজে দ্যাখে জলও...

এই সমস্ত স্বপ্নে দেখি। ঘুম আসে না আর।
বাতাসকে প্রশ্ন করি - 'কী তবে উপায়?
কোন পথে শান্তি পাব?'... হাওয়া নির্বিকার।
তারপর ধুলো উড়িয়ে সে বলে আমায় -

'আগে সেই বাড়ি থেকে নিয়ে এসো চাল
যে- বাড়িতে কোনও হত্যা হয়নি গতকাল'।

১৪

আবদুল করিম খাঁ- র ধর্ম ছিল গান।
আইনস্টাইনের ধর্ম দিগন্ত পেরনো।
কবীরের ধর্ম ছিল সত্যের বয়ান।
বাতাসের ধর্ম শুধু না- থামা কখনও।

ভ্যান গঘের ধর্ম ছিল উন্মাদনা। আঁকা।
গার্সিয়া লোরকা- র ধর্ম কবিতার জিত।
লেনিনের ধর্ম ছিল নতুন পতাকা।
আগুনের ধর্ম আজও ভস্মের চরিত।

এত এত ধর্ম কিন্তু একই গ্রহে থাকে।
এ- ওকে, সে- তাকে আরও জায়গা করে দেয়।
তবে কেন অন্য পথ ভাবায় তোমাকে?
তোমার ধর্মের পথে কেন অপব্যয়?

যে তোমাকে শিখিয়েছে দখলের কথা -
জেনো সে ধর্মই নয়। প্রাতিষ্ঠানিকতা।

১৫

আজও কারা গোধরায় মৃতদেহ খোঁজে
অযোধ্যায় আজও কারা আগলায় মুষল
একদিন সূর্যাস্ত এত ধারালো ছিল যে
লাল হয়ে গেছিল স্বর্ণমন্দিরের জল।

এ- খেলার শেষ নেই। এরই মধ্যে তুমি
যদি বলে ওঠো "কোনও পক্ষই মানি না",
সাক্ষ্যও দেবে না জেনো প্রিয় জন্মভূমি
অন্তিম মুহূর্তে শুধু উগরে দেবে ঘৃণা।

আমি সেই মাটি থেকে কথা বলতে চাই
যে- মাটিতে এখনও সশস্ত্র নীরবতা ;
অসাধারণের মৃত্যু অনিবার্য, তাই
সাধারণের সহায় অন্যমনস্কতা।

এই উপমহাদেশ আমার ঠিকানা
হত্যাটি অনুমোদিত। কথা বলা মানা।

১৬

বালক যিশুর দেহ শোয়ানো কফিনে
মা মেরি ধর্ষিতা হন সেই একই তারিখে
রক্তের আদিম রেখা রাস্তা চিনে চিনে
রানাঘাট থেকে চলে লাহোরের দিকে।

আকাশে উড়ন্ত ক্রুশ পরিক্রমা করে
এত কিছু দেখেশুনে সে একটু কাহিলও।
খাদক নিশ্চিন্তে ঢোকে নিরীহের ঘরে -
পাহারায় শাসকেরা বরাবরই ছিল।

হে ক্রুশ, কোথায় ছুটবে আজ তোমার মন?
কোন মাটির দাবি বেশি? কার শিয়রে যাবে?
মাঝখানে যে- কাঁটাতার, মুকুট এখন।
ছটফটাচ্ছে উপযুক্ত মাথার অভাবে।

উঁচু একটা টিলা খুঁজে দাঁড়াও আবার -
নীচে শেষ দেখতে পাবে, এই সভ্যতার।

১৭

আকাশ এখনও লাল। সন্ধে, নাকি ভোর?
মানুষ এখনও শুয়ে। ঘুমন্ত, না মৃত?
জল দিয়ে ঘিরে রাখা প্রাচীন শহর...
কিছুটা চোখেরও জল - এমনই কথিত।

শেষ কবে কেঁদেছে তারা? সে কোন নাটকে?
কোন দৃশ্যে ভিজেছিল সবার রুমাল?
খিদে নিয়ে কাঠঠোকরা বসে আছে চোখে...
শোনা যাচ্ছে কাল আর হবে না সকাল।

এইবেলা যে- যার ধর্ম বুঝে নাও, ওঠো !
মরার ও মারার এই শেষতম সুযোগ।

দীর্ঘদিন চলল, কিন্তু কাহিনিটি ছোট -
বাণিজ্য পরম ধর্ম, দেনা বড় রোগ।

তবুও ভুলিনি দ্যাখো, পুরনো প্রথাটি -
শাইলক বাড়ায় হাত, আমি মাংস কাটি...

১৮

এ মাথা ছুঁয়েছে ধুলো, গালিবের ভিটে
এ মাথা নামমাত্র দামে লালনের কেনা
এ মাথা নিজেকে খোঁজে ঢোঁড়াই চরিতে
এ মাথা সহজে জেনো নামানো যাবে না।

এ মাথা স্তম্ভিত, চুপ ফেলিনি'র কাছে
এ মাথা শোয়ানো আলি আকবরের পা'য়
এ মাথা রামকিংকর দেখে তবে বাঁচে
এতবার নত, তাই টানটান হাওয়ায়।

এ মাথা কুরআন জানে, পড়েছে গীতাও।
হেঁটেছে বাইবেল থেকে আদি ত্রিপিটক।
এখন, হ্রদের ধারে, বলো তো কী চাও -
কে হে তুমি? ধর্ম, না অধর্মরূপী বক?

অতও নির্লজ্জ নয় মাথার বাসনা
কাটা গেলে যাবে। তবু নোয়াতে পারব না !

১৯

নিথর বাবার কোনও বিছানার পাশে
উন্মাদ মায়ের সামনে, একটা একটা ক'রে
কিউবা থেকে রাশিয়ায়, নভেম্বর মাসে
সেনা- ফিরে- যাওয়া কোনও প্রাচ্যের শহরে

বুকের বাঁদিক ঘেঁষে, চোখের কালিতে
স্বাধীন কণ্ঠের পথে দমকে দমকে
শেষবার জেগে ওঠা শিরা- ধমনীতে
কবরখানার দিকে ধাবিত সড়কে

পরস্পর লড়ে যাওয়া কলমে- কৃপানে
যে- পথে সবার জন্ম, সে- পথ আরও চিরে
'কিছুই মানি না' - এই বাক্যের প্রয়াণে
ধর্মের লড়াই শেষে বিক্ষত শরীরে

যখন যেখানে যত গোলাপেরা ফোটে -
আমার স্নানের জল লাল হয়ে ওঠে।

২০

হয় সাদা, নয় কালো। এ ছাড়া বোঝো না।
চরমপন্থার ধ্বনি বেঁধেছ ঘুঙুরে।
ছাইয়ের নীচেই তবু রাখা আছে সোনা -
শুধু খুঁজে নিতে হয় পথে পথে ঘুরে।

তোমরা বানিয়েছ খোপ, লম্বা দাগ টানা
বিরোধ- বিরোধ খেলা, যেন কত রাগ
ওপরে আলাদা। নীচে একই মালিকানা।
শুধু দেখে রাখা, কেউ না- পেরোয় দাগ।

যারা দাঁড়িয়েছে মাঠে, ছোঁয়নি কিনারা
না এ- মাথা, না ও- মাথা, যারা মাঝখানে,
পৃথিবীর সব ধর্মে শ্রেণিশত্রু তারা
ভয় বলে কিছু নেই তাদের অভিধানে।

মতে মিললে চিরসখা, অন্যথায় ফাঁসি -
এ যদি বিশ্বাস হয়, আমি অবিশ্বাসী।

২১

সকালে লেখার চাপ, কাগজ- পত্রিকা
বিকেলে থেরাপি আর ডাক্তার দেখানো
সন্ধের মরুতে দূর স্কচ- মরীচিকা...
কোহেন থাকেন, পাশে মেহেদি হাসানও।

শুক্রবার রাতে আসছে বন্ধুদের দল।
কোথায় বেড়াতে যাওয়া, এবারের শীতে?
মগজে পেতেছে আড়ি সঞ্চয়ের ছল -
যদি কিছু রাখা যেত ফিক্সড ডিপোজিটে...

এরই মধ্যে শব্দগুলো কখনও ভাবালে
গ্রীষ্মের দুপুরে আমরা গণতন্ত্রপ্রেমী
গোটা একটা সভ্যতার পতনের কালে
ধর্মতলা মোড় থেকে হেঁটে একাডেমি।

বচনে বিপ্লবী আর প্রাণে সুরক্ষিত -
আমাদের অবসাদ প্ল্যাকার্ডজনিত।

২২

এক মুঠো পৃথিবী, তার আস্ফালন কত !
যে পারছে শাসন করছে যখন তখন
শস্যের পাশের ক্ষেতে দুলে উঠছে ক্ষত...
অথচ পেরোও যদি মাধ্যাকর্ষণ -

একই সঙ্গে সব কিছু নিষ্প্রাণ আর বেঁচে
এক আবর্তে মিশে যাচ্ছে সামান্য- মহৎ

কে জানে কোনদিক থেকে কোথায় চলেছে
নিয়ন্ত্রণহীন এই চেতনার স্রোত...

ভেসে থাকা ধর্ম শুধু। বিদ্যমান থাকা।
আগে ছিল মহা নাস্তি। পরেও কি তাই?
মাঝখানে ঘূর্ণমান সময়ের চাকা
আমরাও ধুলোর মতো ভাসতে ভাসতে যাই...

তুমি কত তুচ্ছ যদি বুঝতে একবার -
লজ্জায় নামিয়ে রাখতে উদ্যত কুঠার।

২৩

তোমার বাবার হাতে শান দেওয়া চপার।
তোমার মায়ের দেহ বোমায় সাজানো।
ওরা না- ও ফিরতে পারে। ফেরে অন্ধকার।
সে আনে শাঁখের ধ্বনি। সে আনে আজানও।

দূরে কোন বিস্ফোরণে উড়ে যাচ্ছে লোক
দূরে কার আক্রমণে কাটা পড়ছে গলা
রাতে রূপকথা চায় তোমারও দু'চোখ
সময়ের কাজ তবে রূপকথা বলা।

কে তোমার সঙ্গে ঘোরে, পুজোয় বা ঈদে?
কে স্নান করিয়ে তবে চুল আঁচড়ে দেয়?
এলোমেলো মাথাভর্তি আদরের খিদে...
সিঁথি কেটে ভাগ করা ন্যায় বা অন্যায়।

কী দেব, সান্ত্বনা ছাড়া? বেঁচে থাকো প্রাণে।
তফাত কোরো না শুধু শাঁখে ও আজানে।

২৪

না- জেনে ওড়ায় পাতা, এ কেমন ঝড়?
ঘাতক, তোমাকে আমি বহুদিন চিনি।
মাথা কেটে নিয়ে যাও, পড়ে থাক ধড় -
যেটুকু স্বাধীনচিন্তা, জেনো তা স্বাধীনই।

সে ছোটে আলোর মতো। সে বাঁচে বিদ্যুতে।
তাকে দেখা যায় না তবু সে হল দর্শন
তুমি তাকে কোনওদিনও পারবে না ছুঁতে
ধর্মের কৃপাণ হাতে থাকবে যতক্ষণ।

না- বুঝে ঘনিয়ে আসে, এ কেমন শনি?
রায় থেকে রহমান, ছাড় নেই কারও
মেরে যেতে যেতে যেতে বুঝতেই পারোনি -
এরই মাঝে কবে মৃত্যু হয়েছে তোমারও।

এটুকুই অভিশাপ, হে ধর্মের সেনা
মৃতদেহ বয়ে ফিরবে। কবর পাবে না!

২৫

প্রথম আজান শুরু। দূর থেকে শোনো।
ফিনকি দিয়ে উঠে আসে প্রতিবেশী ভোর...
যদিও এদিকে ঘুম ভাঙেনি এখনও,
কতদিন ছাড় পাবে, আমার শহর?

আর কতদিন আমি বাস থেকে নেমে
একা হেঁটে বাড়ি ফিরব, সত্যিই জানি না।
হে পৃথিবী, ভেবে দ্যাখো, তোমার হারেমে
মানুষের জন্য কোনও জায়গা আছে কি না।

মুক্ত ভাবনার কোনও দেশ হয় না। তবু
হিংসা ঠিকই টেনে আনে হত্যার সীমানা
কে আজও শাসন করে? কে আমার প্রভু?
মৃত্যু থেকে বড় নয় মৃত্যু- পরোয়ানা।

আজ হয়তো বেঁচে আছি, কাল হয়তো লাশ...
আমি তবু লিখে যাব আমার বিশ্বাস।

২৬

অদ্বিতীয় এই গ্রহ। অসামান্য ভূমি।
ঘূর্ণনে ক্রিয়াটি শূন্য, তবু ঘুরে চলে।
এরই মধ্যে প্রতিক্রিয়া খুঁজে ফেরো তুমি
যে- ধূর্ত সে বরাবরই বিজয়ীর দলে।

এ তবে কেমন যুদ্ধ, এতটা অসম?
এ তবে কেমন শোধ, উগ্র এতখানি?
বাড়িতে ফেরার পথ আজও দীর্ঘতম
পৃথিবীর ব্যর্থতারা আজও অভিমানী।

তুমি ধর্ম মেনেছ ও ভেঙেছ নিজেই।
বিঁধবে বলে বারবার খুঁজেছ পুতুল।
রক্ত ছাড়া এ রোগের উপশম নেই
কিন্তু তুমি শেষ কথা, এ ধারণা ভুল।

রাতে যাকে হত্যা করো, সকালে সে বেঁচে
ডুবলে উঠতেই হয়, সূর্য শিখিয়েছে।

২৭

আমি তো ভুলিনি মৃত্যু, ব্যস্ত রাজপথে
ভুলিনি যে সকলেই দেখেছে নীরবে

আমি তো ভুলিনি কেন কোথায় কী ঘটে
আমি তো ভুলিনি, যা যা আগামিতে হবে

আমি তো ভুলিনি, এই অলৌকিক গ্রহে
মানুষের ইতিহাস ফলাফলহীন
আমি তো ভুলিনি, কত বিফল বিদ্রোহে
নিখোঁজ দেহের জামা এখনও রঙিন

আমি তো ভুলিনি কারা বলতে গিয়ে মৃত
রাতের প্রাচীরে লেগে স্মৃতি আসে ফিরে...
সহস্র ঘুমের পরও আমি ভুলিনি তো
নামহীন শিশুর মৃত্যু, ধর্মের জিগিরে

শুধু লিখে রেখে যাব যাওয়ার সময় -
আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

২৮

যে- মুহূর্তে ফুল ফোটে, আমি জানি ঘ্রাণ।
যে- মুহূর্তে বাঁকে নদী, আমি দেখি পথ।
যে- মুহূর্তে জমে সুর, আমি খুঁজি গান।
যে- মুহূর্তে কথা কাটে, আমি ভাবি জট।

যে- মুহূর্তে তুমি ভাবো শুধু তুমি ঠিক
যে- মুহূর্তে তুমি হাতে অস্ত্র তুলে নাও
সে- মুহূর্তে আমিও তো চিনে রাখি দিক,
হ্যাঁ আমার কম্পাসের কাঁটা ভাঙা, তা- ও।

যে- মুহূর্তে আমি বলি মানি না সীমানা,
সে- মুহূর্তে আমি থেকে তৈরি হয় দেশ।
আড়ালে তখন তুমি শানাচ্ছ নিশানা -
যে- মুহূর্তে ছোড়ো তির, তুমিও নিঃশেষ।

জীবন অনেক বড়। কে ক'দিন বাঁচে?
আমি শুধু ঋণী থাকি মুহূর্তের কাছে।

২৯

ট্রেনের জানলায় ক্ষেত। মুহূর্তে আড়াল।
লাশ পড়ে আছে নাকি? সন্দেহ ভাবায়।
হয়তো এখানে হত্যা হয়নি গতকাল
তবু দাগ লেগে আছে সময়ের গা'য়।

হে সময়, মহাজ্ঞানী, তোমাকে প্রণাম।
ঝড়ের মাথায় তুমি পরাও পালক...
ট্রেনের জানলায় তবু ছুটে চলে গ্রাম
নিমেষে হারিয়ে যায় কতশত লোক।

সেই কবে মা বলেছিল, ভুলিনি এখনও -
খাবার সময়ে কোনও কথা বলতে নেই।
আর যার খাবারই নেই? তার কথা শোনো -
আমার গরিব দেশে ধর্ম তো খিদেই।

কেমন ক্ষমতা দেখি, পারো যদি জ্বালো
দিনান্তে সবার ঘরে উনুনের আলো।

৩০

হ্যাঁ আজ গাছেরা শেষ। পাতা ম'রে কাঠ।
হ্যাঁ আজ মাটিও ক্লান্ত ভার নিতে নিতে।
হ্যাঁ আজ সুরের চেয়ে ধারালো করাত,
রাখালের জিত নেই কোনও কাহিনিতে।

না আজ আর ঘর থেকে বার হয়নি লোক।
না আজ করেনি শব্দ, যারা বেঁচে আছে।
মুহূর্তে ছাড়িয়ে নেওয়া অসংখ্য পালক
উড়ে মরছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

হ্যাঁ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ কবরে শায়িত।
ইতিহাস লেখা হয় ক্রুশে ও পেরেকে -
তারা নেই, যারা সত্যি দিক বলে দিত
হ্যাঁ আজ কফিন বেশি জনসংখ্যা থেকে।

এখন উল্লাস করো, আপাতত জেতো
আগামির কাছে তুমি জবাব দেবে তো?

৩১

রুমালে জড়ানো কিছু জ্যোৎস্না আর রোদ
নাটক, কবিতা কিছু, ছবি আর গান
কিছু খোলা চিন্তা আর কিছু শুভবোধ
সামান্য আবেগ আর অল্প অভিমান

কিছু স্লোগানের পংক্তি, কিছু পরাজয়
কিছু সাহসের দিন, কিছু ভেঙে পড়া
ঘুরে দাঁড়ানোর ইচ্ছে, না- পারার ভয়
কিছু অন্ধকার থেকে ফেরার মহড়া

কয়েকটা কথার জোর, তিন- চারটে দাবি
অগুনতি রঙের ভাবনা, একরঙা পোশাক
দেরি হয়ে যাবে, জানো, আজও যদি ভাবি
একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক -

দূরে জেগে আছে মাটি, রক্ত দিয়ে ধোয়া
অন্তিম জাহাজ নিয়ে ভেসে চলে নোয়া...

৩২

এই যুদ্ধে তুমি নেই। থাকলে প্রিয় হতে।
সার বেঁধে দাঁড়িয়ে দূরে... সঙ্কুলে অচেনা
ভেরী বেজে উঠল ওই। এ মহাভারতে
কৃষ্ণ নয়, আমি চাই নারায়ণী সেনা।

ধর্ম অজুহাতমাত্র। যুদ্ধই প্রধান।
কুরুক্ষেত্র জেগে ওঠে আজকের মাটিতে।
অথচ তূণীর শূন্য, লুপ্ত হয় গান...
বিপক্ষ হারিয়ে গেছে পক্ষ নিতে নিতে।

না, আমরা হারিনি আজও। শেষ দেখতে চাই।
তাতে তুমি মনে মনে দিতে পারো ফাঁসি,
লাভ নেই। পরিণত যে- কোনও যোদ্ধাই
সমালোচনায় ঋদ্ধ। কুৎসায় উদাসী।

কর্ণের হত্যায় রুচি, সে আমার নয়
মানুষকে তো উপেক্ষারও যোগ্য হতে হয়

৩৩

এবার রাস্তার নাম পাল্টে দেওয়া যাক।
সেতুদের রংগুলো বদলে যাক ফের।
আবার যা হোক ক'রে আকাশ সাজাক
মিঠে বাতাসের পাশে রাগী মেঘেদের...

আবার নতুন কোনও উঠুক নিশান।
নতুন পায়ের সাজে বেরোক মিছিল।
নতুন কথার সুরে বাঁধা হোক গান,
স্বাধীন অক্ষর জেনো দ্রোহের সামিল।

ভুলে যায় মানুষ যে মানুষই পেরেছে।
স্মরণ করিয়ে দেওয়া মানুষেরই কাজ।
অনেক মৃত্যুর দামে কিছু লোক বেঁচে -
তাদের বাঁচার নাম পাল্টে যাক আজ।

ডাক দিয়ে দ্যাখো তুমি, অনেকেই রাজি
ভেবো না কী হবে কাল। পথে নামো আজই!

৩৪

দাঁড়াবার জায়গা নেই। এত বেশি লোক।
অথচ শোবার জায়গা হয়ে যাচ্ছে রোজই
এখনও দাঁড়িয়ে যারা, খাদ্য ও খাদক -
লড়ে যাওয়া মূর্খ আর নিজমাংসভোজী।

শুয়ে আছে যারা, তারা উঠবে না কখনও।
কেউ ছাই হয়ে গেছে, কেউ ঝুরো মাটি।
ঘুমনোর আগে যদি কান পেতে শোনো -
বালিশের নীচে পাবে চাপা কান্নাকাটি।

তাহলে কি যা ভেবেছি, মিথ্যে ছিল সব?
বাতাস নিষ্ফল আর ব্যর্থ হল জলও?
ধর্ম থেকে বেশি সত্যি ধর্মের গুজব...
লিখতে লিখতে সন্ধে হল। তুমি শুধু বলো -

সব মাটি দখল করছে কবর আর চিতা
কোথায় দাঁড়াবে তবে, সামান্য কবিতা?

৩৫

কেউ আর বলে না কথা। শান্ত সব কিছু।
সকলে কোনও না কোনও প্রার্থনাসভায় -
দু'হাত ওপরে তোলা আর মাথা নিচু,
একটাই প্রকাশভঙ্গি। তর্কহীন সায়।

এখানে রাখে না কেউ পুরনো জখম
তুমি তো জানো না কিছু, কী হয়েছে আগে...
শার্সি থেকে জল অথবা ধোঁয়া যেরকম -
ইতিহাস মুছে দিতে দু'মিনিট লাগে।

শুধু সেই একবার জলের বদলে
অন্য কিছু উঠে গিয়ে তৈরি হল মেঘ...
মনে আছে, সে- বছর এখানে সকলে
শেষবার দেখেছিল নির্ভয় আবেগ।

পারো যদি ঘুরে যেও কখনও ছুটিতে
গোলাপি বরফ পড়ে আমাদের শীতে।

৩৬

লুকিয়ে রেখেছি তাকে চোখের আড়ালে
কোথাও না যেন তার চিহ্ন দেখা যায়।
ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রত্যেক সকালে -
রক্ত টলমল করছে কানায় কানায়।

সে থাকে জানলার ধারে, চৌকাঠে কখনও
রোদ পড়লে দেখতে লাগে মেহেন্দির মতো
ভাঙন চলতেই থাকে... থামে না ক্ষরণও
জরায়ুতে জমা হয় পৃথিবীর ক্ষত।

হত্যার পরে যে- রক্ত, তারও নাম ঘৃণা।
সময় সেখানে খোঁজে বিধর্মের ঘ্রাণ...
আমার কলস, তাকে শুকোতে পারি না।
ছেড়ে যায় ভাল থাকা। হেরে যায় স্নান।

রোজ পূর্ণ হয়ে ওঠে গোপন পাত্রটি -
হ্যাঁ আমি পুরুষ। কিন্তু মন ঋতুমতী।

৩৭

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে, বলে গেছিল সে।
তার জন্যে কত যত্নে ভাত বেড়ে রাখা
মা সেই কখন থেকে বারান্দায় ব'সে...
জম্মু থেকে তেহরান, বসরা থেকে ঢাকা

সে শুধু স্বাধীনভাবে বলেছিল কথা।
নেমেছিল অন্ধকারে, একা, মোম হাতে।
সময়ের সাফল্য, না তারই বিফলতা -
ভাত ঠান্ডা হয়ে আসে বোঝাতে বোঝাতে।

একটু পরে মা'র কাছে বুকে হেঁটে যাবে
ভূমিখণ্ড জড়ো ক'রে তৈরি মৃতদেহ
মা'কে কোন গ্রন্থ ছুঁইয়ে বিশ্বাস করাবে?
তাঁর ধর্ম ভালবাসা। তাঁর ধর্ম স্নেহ।

সভ্যতার অভিধানে খামতি শুধু এই -
মায়ের কান্নার কোনও প্রতিশব্দ নেই।

৩৮

পেরেকের মৃত্যু হবে। টিলা তৈরি হয়।
সন্ধে নামে ধীর লয়ে। ঘোরে শকুনেরা।
জয়োল্লাসে ব্যস্ত ছিল, বোঝেনি সময় -
এভাবে প্রস্থান মানে যুগে যুগে ফেরা।

তারপর বহু যুগ কেটে গেছে। তবু
একইরকমের রীতি নিধন উৎসবে
যে আজ দণ্ডিত প্রাণে, কাল সে- ই প্রভু
প্রতি শহিদের নামে ধর্ম শুরু হবে।

টিলার ওপরে ফের নেমে আসে রাত।
বালিঘড়ি গুনে রাখে খরচ আর জমা...
কেবল সত্যের প্রতি এত যে আঘাত -
কী জবাব? প্রতিশোধ? কী উত্তর? ক্ষমা?

অশান্ত বাতাস আজও পাতা উল্টে খোঁজে -
যিশু কী বলেছিলেন শেষ নৈশভোজে।

৩৯

হতাশা নরম। ছোট্ট। বেড়ালের মতো।
যত দূরে ছেড়ে আসি, কিছুতে যাবে না।
মুখে করে তুলে আনে বেপাড়ার ক্ষত...
এমন একটা ভাব, যেন সব রাস্তা চেনা।

পায়ে পা জড়িয়ে ঘোরে, ব'সে থাকে কোলে
দুধ আর মাছের কাঁটা খাইয়ে দিই রোজ
গুটিসুটি শুতে আসে রাত ঘন হলে
বুকের ভেতর তার আদরের খোঁজ...

যত ভাবি দূর করে দেব হতচ্ছাড়া
যত ভাবি আর নয়, আজকেই শেষ,
হঠাৎ চোখের সামনে মুছে যায় পাড়া
ভেসে ওঠে ছিন্ন হওয়া দগ্ধ মহাদেশ

পুষেছি হৃদয়ে ওকে, হতাশাবিলাসী,
ওরই হাতে মরব জানি, তবু ভালবাসি।

৪০

কারও বন্ধু শেষ হল, কারও প্রেম নেই
সন্তান হারানো পিতা, মা হারানো ছেলে...
সকলের পরিচয় না- থাকা দিয়েই।
একবারও দেখেছ ভেবে, কী কী করে এলে?

কেমন দেখাচ্ছে তাকে, এসেছ যে- পথে?
কেমন শোনাচ্ছে, মুখে তুলেছ যে- ভাষা?
তোমার জীবনে মৃত্যু কতবার ঘটে?
শিরার ভেতরে চলে রক্তের তামাশা...

তুমি শুধু ঠিক? আর ভ্রান্ত বাকি সব?
বারবার আঘাত করবে? কেউ ফেরাবে না?
একাই পালন করো ক্ষয়ের উৎসব -
সভ্যতাটা তোমার না, সময়ের কেনা।

সৃষ্টিহীন অহমিকা কতদিন বাঁচে?
পতনের শব্দ নেই। ইতিহাস আছে।

৪১

তুমি মাথা কেটে নেবে। আমি শব্দ কেটে
বসাব নতুন শব্দ এই কবিতায়।
তুমি পথ রুদ্ধ করবে। আমি যেতে যেতে
রাস্তা পেয়ে উঠে পড়ব পরের পাতায়।

আমি তো কোথাও চিহ্ন রাখিনি কখনও -
তবু তুমি খুঁজে মরবে বহুধর্মরূপী

আমি গুনি শব্দসংখ্যা। তুমি যে কী গোনো...
ভয়ের ডানায় সন্ধে নামে চুপিচুপি

সে সন্ধেও অন্ধকার। তোমার শলাকা
জানি ঠিক ঢুকে যাবে নিরপেক্ষ চোখে।
আমি তবু দেখে যাব স্বাধীন পতাকা
না আমি বলব না তবু 'দেখে নেব তোকে!'

আমার মধ্যেও আছে আক্রমণকারী
তাকে যেন চিরকাল শান্ত রাখতে পারি।

৪২

হাইওয়ের পাশেই ঝুপড়ি। ছোট্ট চা- দোকান।
মা- মেয়ে চালায় সেটা, অল্প লোক হয়।
এক বৃদ্ধ কোনওক্রমে হাঁটতে হাঁটতে যান
ব্যাগভর্তি কাগজ নিয়ে, সন্ধের সময়।

বিরাট বাড়ির ছেলে। সব ছেড়েছুড়ে
একদিন উত্তর পেতে বেরোলেন। একা।
ভিতরে খুজলেন শান্তি, বাইরে ভবঘুরে...
আজ হঠাৎ আমার সঙ্গে চা- দোকানে দেখা।

সকলে উন্মাদ ভাবে। চা হাতে বসেই
কাগজ খুললেন। তাতে ধর্ম- হানাহানি।
অস্ফুটে বললেন, 'সংঘে আর আস্থা নেই'...
কণ্ঠটি প্রাচীন। প্রাজ্ঞ। কিন্তু অভিমানী।

সন্ধের আলোয় ন্যুব্জ, ব্যর্থতায়, শোকে
ভেঙে যেতে দেখি মহাস্থবির বুদ্ধকে।

৪৩

আমার মেয়ের নামে প্রজাপতি রেখো।
সে নেবে সমস্ত রঙ নিজের ডানায়...
আমি তো লুকনো হাতে দেখেছি পেরেকও,
সে যেন কখনও তার ছোঁয়াচ না পায়।

আমার মেয়ের নামে রেখো উড়ে চলা।
হিংসার আগুন তার চিন্তায় না- লাগে
সে যেন কারওর ভয়ে নামায় না গলা
সে যেন বাসায় ফেরে গোধূলির আগে।

আমার মেয়ের নামে বেঁধে রেখো দায়।
ঝ'রে- পড়া ইতিহাসে যুবতীর স্নান...
সে তার ঋতুর দিনে যেন ফিরে পায়
প্রথম মানবীমন... ফসলের ঘ্রাণ...

ধর্মের সীমান্তহীন পৃথিবীর বাঁকে
আমি ঠিক রেখে যাব আমার কন্যাকে।

পরিশিষ্ট

‘অন্ধকার লেখাগুচ্ছ’ আপাতত এই পর্যন্তই। কবিতা তো কোনও প্রতিশ্রুতি দেয় না, তাই সে আসতেও পারে, না- ও আসতে পারে। কিন্তু মানুষকে কোথাও একটা থামতে হয়, থামতে জানতে হয়। প্রায় মাস দুয়েক ধরে এই লেখাগুলোর মধ্যে রয়েছি, এখনও বেরতে পারিনি। খুব যে চাইছি বেরতে, হয়তো এমনটাও নয়। তবু, সামাজিক মাধ্যমে এখানেই এসব লেখাকে ছুটি দেওয়া যাক।

এই মাস দুয়েকে পৃথিবীর কিছুই বদলায়নি। কিন্তু এই লেখাগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে আমি হয়তো কিছুটা বদলেছি। আর বদলেছে সামাজিক মাধ্যম বিষয়ে আমার ধারণা। লেখাগুলো খাতার পাতাতেই রাখতে পারতাম কিংবা দিতে পারতাম পত্রপত্রিকায়, কিন্তু এই প্রথম নিয়ম করে ফেসবুকে লেখাগুলো রাখার কারণ একটাই, যত দ্রুত সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছনো। যখন শুরু করেছিলাম, বুঝিনি এতগুলো লেখা আসবে। কিন্তু যখন যেমন লিখেছি, ফেসবুকেই পোস্ট করেছি সেসব লেখা। হ্যাঁ, খুব ছোট পরিসরে হলেও, এটা আমার যুদ্ধ। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ধর্মযুদ্ধও বলা যায়। তবে শেষমেশ ব্যক্তিগত রাখতে চাইনি বলেই লেখার পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়েছি পৌঁছে দেবার প্রয়োজনীয়তাকে, গুরুত্ব দিয়েছি সংযোগ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাকে।

এইখানে একটা কথা স্বীকার করা দরকার, এই মাধ্যমে, এই লেখাগুলোর বিনিময়ে আমি যেরকম সাড়া পেয়েছি, তা আশাতীত। সবচাইতে বড় কথা, একটি বা দুটি লেখায় নয়, এই ৪৩টি লেখায় ধারাবাহিক ভাবে আমি মানুষের সাড়া পেয়েছি, যা আমার জোর ক্রমাগত বাড়িয়েছে, যা আমার কাছে কেবল সাড়া নয়, নিঃশর্ত সমর্থনও বটে। আজকের পৃথিবীর হতাশার সামনে দাঁড়িয়ে এই সাড়া, এই সমর্থনকে আমি আমার কুর্নিশ জানাই। আমার আমৃত্যু ঋণ থেকে গেল চেনা- অচেনা অসংখ্য মানুষের কাছে, যারা এসব লেখার পাশে থেকেছেন।

লেখাগুলো হয়তো- বা একই সুরের, বক্তব্যেও খুব বেশি বৈচিত্র্য নেই। আর কাঠামোয় তো নেই- ই। এতরকম ‘নেই’ সত্ত্বেও এত মানুষ প্রতিদিন যত্ন নিয়ে এসব লেখা পড়েছেন, এ আমার কম প্রাপ্তি নয়। আমার প্রোফাইল গায়েব হয়ে যাওয়ামাত্র বহু মানুষ আশ্বাস দিয়েছেন এই বলে যে, তাঁদের কাছে আমার প্রতিটি লেখার প্রতিলিপি আছে। সেসব আমায় পাঠিয়েও দিয়েছেন অনেকে। তাঁদের অবাক- করা ভালবাসার সামনে আমি মাথা নোয়াই।

দূর্বা, আমার অন্যান্য অনেক সিদ্ধান্তের মতো এবারেও সারা সময় আমার পাশে থেকে সাহস জুগিয়েছে, মাথা না- নোয়ানোর জোর দিয়েছে, যেটুকু না- থাকলে আমার এগনো সত্যিই সংকটময় হতো। পাশে থেকেছে বহুদিনের বন্ধু মলয়। এক সময় আমরা প্রতি সন্ধেয় যাদবপুরের মাঠে শুয়ে আকাশ দেখতাম… অনেকদিন পর একসঙ্গে একটা অন্য আকাশ দেখা হল। বহুবারের মতো পাশে থেকেছে বন্ধু তন্ময়, ভরসা জুগিয়েছে বিনায়ক আর অংশুমান।

যদি একে লড়াই বলি, তাহলে বলব, সহযোদ্ধা হয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ‘এবেলা’। তাঁদের আমার ধন্যবাদ। আর পেশার তকমার বাইরেও কাঁধে হাত রেখে জোর বাড়িয়েছেন শ্রী অনিন্দ্য জানা। অনিন্দ্যদা, মনে থাকবে। যেমন মনে থাকবে ভরসা- হারানোর মুহূর্তগুলোয় মধুমিতা’র মেসেজ, তেমনই ভুলব না দেশের বাইরে কাজে ব্যস্ত থাকাকালীন সৃজিতের হাত- ধরে- ফেলা জীবন্ত বার্তাগুলো, যারা আমাকে আবার লিখতে বলেছে। গোড়া থেকেই হেরে না- যাওয়ার কথা বলেছে অর্ণাদি- শ্রীকান্তদা, হতাশ হাতদুটো মুঠোয় ধরে জোর জুগিয়েছেন অঞ্জনদা, জেদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আমার সময়ের শিল্পীবন্ধু নীল। পাশে থেকেছে ‘আনন্দ প্লাস’, বন্ধু ইন্দ্রনীল। থেকেছে স্রবন্তীর অকুণ্ঠ পরিশ্রম আর থেকেছে শ্রী গৌতম ভট্টাচার্যের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী।

জোর বাড়িয়েই গেছেন আমার ভালবাসার বহু মানুষজন – অমিতদা, রাকা, সায়ন, সম্রাজ্ঞী, মার্কিন মুলুক থেকে মৌসুমিদি, সৌরদীপ, সুদীপ্তদা, অলোকেশদা, কৌশিকদা, বিলেত থেকে মিঠুন আর শমী এবং আরও অনেকে। শুনতে এবার খানিকটা রেডিওর অনুরোধের আসরের মতো লাগছে ঠিকই, কিন্তু এঁদের কথা না- বলতে পারলে অন্যায় হবে আমার। সকলের নাম হয়তো নেওয়াও হল না আলাদা করে, কিন্তু সক্কলে আছেন।

লেখা হয়ে গেল বেশ কিছু, ভুল ত্রুটিও নিঃসন্দেহেই থেকে গেল বহু। সমর্থনের পাশাপাশি সমালোচনাও তাই সমান আদৃত। এসব লেখায় শিল্পের চেয়ে আবেগ এবং টিকে থাকার অলীক ইচ্ছের চেয়ে রুখে দাঁড়াবার জেদই বেশি থাকে। আমি জানি, সব খামতি পেরিয়েই সকলের হাত পৌঁছেছে আমার হাতে।

আমরা আছি। তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়। সেসব দৃশ্য দেখতে পারা যাচ্ছে না আর। ভাল লাগছে না কিছু। এসব কি পাল্টাবে না কোনও দিন? প্রশ্নচিহ্নটাকে এখন ঝুলন্ত খাঁড়ার মতোই দেখতে লাগে… নেমে আসতে যেটুকু দেরি। সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই লিখে ফেলা, লিখে চলা 'অন্ধকার লেখাগুচ্ছ'। এ লেখা আমার একার নয়, একার হতে পারে না। আমরা সকলে মিলে আসলে একটাই কবিতা লেখার চেষ্টা করছি, ধর্মের নামে সবরকম হিংসার বিরুদ্ধে যা আমাদের একমাত্র হাতিয়ার।

ভাল থাকবেন সকলে, ভালবাসা জানবেন।